রঙিন পালক
অমল বসু

যে ডাল ছেঁটে ফেলার কথা ছিল
ফুল ফুটল সে ডালেই
তখন ডালটা কেন কাটা হয়নি
সে প্রসঙ্গে চাপপা পড়ে গেল

যে ফুলের ফোটার কথা ছিল না
সে ফুলকে হাসতে দেখে
গাছ ভাবতে বসল ফুলটা কার-
বনমালির অথবা তার নিজের

তখনি একটা ছায়া উড়ে গেল
মাটিতে ঝরে পড়ল রঙিন পালক

সবুজ জ্যোৎস্নাল জলে
অমল বসু

তাকে আমি চিনে ফেলি, আরো ঘোর অন্ধকার চোখে

নক্ষত্রের দেশ থেকে এসে শিশিরে রেখেছ পা
বুকের ভেতরে তা ধিন্ জীবনের মৃদঙ্গ বাজে

অন্ধকার নাচে আলোকে স্মৃতির সরণিতে
বাঁশি বেজে উঠলে, পৃথিবীর দুরতম প্রান্তের ঘুম ভাঙে
আহুতির অন্তিম অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে যায় হৃদয় বাগিচায়

ভরা ফসলের মাঠে ফিরব ননা আর
পলকবিহীন চোখে, সব গোপনতার শেষ
সবুজ জ্যোৎস্নার জলে শরীর ডুবিয়ে অপেক্ষায় থাকব
দুধনদীর প্রশস্ত চরায়
হাতের মুঠিতে মাটির গন্ধ মাখা কিছু শস্যের দানা

সব জেনেও না জানার ভান, রাতপাহারায় অনুতাপ
অবুঝ পাখিরা সকালের দরজা খুলে দেয় প্রতিদিন

টাওয়াল
অমল বসু

কোথায় যাবার কথা ছিল।
শুনসান রাস্তায় দোকানপাট বাড়ি ঘর
অচেনা অক্ষর সব ঝুলে আছে

চোখের পাতার নীচে রিক্সার আদল ভেসে ওঠে
কোন রেসস্টেশন অথবা বাসস্ট্যান্ডের কোলাহল
চাকায় লেগে আছে?
ওভারব্রিজের সিঁড়িবেয়ে নেমে আসা
কোন হরিণীর স্মৃতিছায়া?

পারফিউমের চেনা সুগন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে বাতাস
নিয়তির প্রতি নির্ভার বিশ্বস্ত থেকেও, পরিষেবা
সীমার বাইরে হারিয়ে গেছি, কত দিন শুনিনি
প্রিয় রিংটোন, রিক্সোঅলার অপেক্ষায় না থেকে
আমি কি হরিণীর পিছু নেব?

ঝরনা যেখানে নদীর সাথে দেখা করে
সমতল জড়িয়ে ধরে পাহাড়ের জানু, সেখানে
তেঁতুলপাতার ফাঁকে ঝুলে থাকা বাদামি চকলেট
বিলিয়ে দেব খুশির মুহূর্তে

প্লিজ, আমাকে টাওয়ালের কাছাকাছি নিয়ে চলো।

বনের ঘরে গাছের ছায়া

অমল বসু

ছাতের প্যারাপিঠে ক্লাস নাইনের শঙ্কু বসে আছে
ঝিরঝিরে সজনেপাতা, ধোপদুরস্ত, ফ্রক পরা
লিচুগাছ, নতুন জামা গায়ে বেল ও নিম, আগুনছোপ
শাড়িপরা যুবতি কৃষ্ণচূড়া, আম-কাঁঠালের গিন্নিরা সব
দাঁড়িয়ে পড়েছে শঙ্কুকে ঘিরে

পায়ে শিকড় গজিয়ে মাটি কামড়ে ধরেছে
খাড়া খাড়া তীক্ষ্ণ সবুজ পাতা, দেহে অজস্র কাঁটা
বাঁশের কঞ্চি খোঁচা দিয়ে বললে, নোংরা খেজুরগাছ

আম জাম লিচু কাঁঠালের প্রতিবেশি খেজুর
নোংরা হল কীসে? রসিক বলেই আত্মরক্ষার কাঁটা
বাঁশের পাতা ফিসফিস করে বলে, চুপ।
নীরবতা প্রকৃতিপাঠের প্রথম শর্ত

শ্রেণিচ্যুত হয়ে নিজেকে চেনার পাঠ চলছে
বাজারের ব্যাগ লুকিয়ে অপেক্ষায় থাকি
সভাশেষে গাছের খোলস ছেড়ে
যে যার চরিত্রে ফিরে যাবে

বটগাছের গভীরে হেডস্যার মৃদু উচ্চারণে বললেন
বনের ঘরে গাছের ছায়া জলের ঘরে মাছ
রক্ষা করো কোমর কষে শঙ্কু মহারাজ।

মাথা নিচু করে আড়চোখে দেখলাম, কঞ্চির খোলস
ফেলে স্কুলের ছোকরা ভূগোল-মাস্টার শঙ্কুকে ডাকছে।

জাদুগালিচা
অমল বসু

কেউ নামিয়ে নিতে আসেনি বিমান থেকে
আমার আত্মার ভাইব্রেশন সাড়া না পেয়ে ফিরে এসেছে
মরুভূমিতে উটপালকের পেশা এ জন্মে অধরাই থেকে গেল

দোহার স্থানীয় সময় সকাল ৯:১০-এ অতিকায় বোয়িং
রান-আপের শেষ প্রান্তে এসে ওয়েট লিফটারদের মতো
ফু ফু করে দম নিচ্ছে, কাউন্ট ডাউন জিরো পার হতেই, ছুট
দু-মাইল লম্বা রানওয়ে অতিক্রম করে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাগরে
আকাশ তাকে কোলে তুলে না নিয়ে পারে না
নীল আকাশ আর নীল সাগর, সম্পর্কে আমার মাসি পিসি
এবার পুরো যাত্রা পথ দিনের আলোয়, আকাশ মেঘ শূন্য
ল্যান্ডস্কেপ বদলে যাচ্ছে কখনো নীল জলরাশি কখনো ধুসর
নীচে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় গতিহীন স্থির হয়ে ভাসছি
জানালার সাটার নামানোর এত্তেলা এলে তা তামিল হতেই
ভেতরটা আলো আঁধারিতে স্নিগ্ধ ও মনোরম হয়ে ওঠে
বিমানবালিকাদের ছোটা ছুটিতে বাতাস আমিষ গন্ধে ভারী
টের পাই খিদে পেয়েছে, এসে গেল ড্রিংস হট ও কোল্ড
সামনের সিটের পেছন থেকে ঝুলে পড়া খাবারের ট্রেতে
স্নাকস, স্যালাড, চিকেন উপেক্ষা করে মেইনকোর্সে ভেজ চাই
আইসক্রিম হাতে মসৃণ হাতে মসৃণ গতির যাত্রায় আতঙ্ক কিছু রইল না
মায়ের কোল ছেড়ে এখন আমি মাসির জাদুগালিচায়
এল সি ডি স্ক্রিনে কিউ আর ০৫১ -এর যাত্রাপথ দেখাচ্ছে
পারস্য উপসাগর পার হয়ে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর
মধ্যবর্তী মেসোপটমিয়ার আকাশে ভরা পেটের বাগদাদি
ঘুম নেমে এলে, কৃষ্ণসাগরের আকাশ অদেখাই থেকে গেল।